শহর ও জেলার খবর

কাঁথিতে লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ অক্টোবর— সারা বছর ধরে বাজি তৈরি হলেও দেওয়ালীর সময় বাজার ধরতে প্রচুর নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি করে কারিগররা। আর দেওয়ালীর আগে এলাকায় এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সেই সমস্ত নিষিদ্ধ শব্দবাজি বন্ধ করার জন্য মরিয়া। বাড়ছবেড়িয়ার পর এবার আমতলিয়া। কাঁথির এই গ্রাম থেকে রবিবার রাতে প্রচুর নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করল পুলিশ। এর আনুমানিক বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা।

নিষিদ্ধ বাজি আটকাতে জোরদার তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। চন্ডিপুর, পাঁশকুড়া, তমলুক, পটাশপুর, মহিষাদল, ভগবানপুর, এগরা, কাঁথির বিভিন্ন জায়গায় লাগাতার তল্লাশি করছে পুলিশ। উৎসবের মরশুম আসতেই চাহিদা বেড়েছে আতসবাজির। বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে বেআইনি বাজি তৈরির কারবার। প্রতি বচরই এমন ঘটনা ঘটে জেলায়। প্রশাসনের নিষেধ সত্বেও মূলত বেশিলাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে নিষিদ্ধ বাজি তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। রবিবার রাতে আমতলীয়াতে শ্রীকৃষ্ণ মাইতির বাজির আড়তে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ বাজি আটক করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে বাজি তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম ও বারুদ। তবে এই ঘটনায় পুলিশ শ্রীকৃষ্ণ মাইতিকে গ্রেফতার করতে পারেনি। হিরাকনিয়াতে বছর চারেক আগে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনের। অভিযোগ, তবুও উৎসবের মরশুম শুরু হলেই বাজি নিয়ে লুকোচুরি খেলা শুরু করে কারবারিরা।

কুলতলিতে মহিলার মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৯ অক্টোবর– সোমবার সকালে কুলতলির মেরিগঞ্জ নয়ামোড়ে মধ্যতিরিশের মহিলার মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মুণ্ডু না থাকায় মৃতার পরিচয় সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার অরিজিৎ সিনহা জানান, ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় ও পুলিশি সূত্রে জানা গেল, গ্রামের ধানখেতের পাশে মাটির রাস্তায় মুণ্ডুহীন মহিলার দেহটি পড়েছিল। মহিলা বিবাহিতা বোঝা যায় তাঁর দু'হাতে শাঁখা-পলা থাকায়। খুন করে দেহ ফেলে রাখা হয়েছে, নাকি ওখানেই খুন করে মুণ্ডু আশপাশে ফেলে রেখে গেছে দুষ্কৃতীরা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। আশপাশের থানা এলাকায় কেউ নিখোঁজ আছে কিনা জানার চেষ্টা চলছে।

পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৯ অক্টোবর – সোমবার পান্ডুয়ার বিডিও সমীরণ ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হল। জানা গেছে, এবারের পঞ্চায়েত ভোটে পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৪৬টি আসনের মধ্যে ৪৩টিতে জয় পায় তৃণমূল এবং তিনটি আসন বিজেপি। এদিনের বোর্ড গঠন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, এদিন তৃণমূলের জনা ৩৫ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা কেউ অসুস্থতা ও অন্যান্য কাজ থাকায় আসতে পারেননি। তিনি বলেন, বিজেপির তিন সদস্য অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। তিনি বলেন, আগেই পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচন হয়ে গিয়েছিল। এদিন সর্বসম্মতভাবে ক্ষুদ্র শিল্প, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ, খাদ্য, শিশু ও নারী উন্নয়ন, বন ও ভূমি সংস্কার দফতরের কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন হয়। এদিন দায়িত্বপ্রাপ্তরা শপথও নেন।

PROCLAMATION REQUIRING
ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
In the Court of
Sh. Pawan Kumar Jain
Judge, MACT-1/(Central), Delhi
Room No. 307, District Court,
Tis Hazari, Delhi.
Suit No. MACT-357953/2016.
D.O.H. 11-12-2018.
Smt. Rajni Handa
Versus
Bisba & Ors.

To,
Resp. No. 1 : Bisba, s/o Shri J. Rai, r/o 2, Round Take Line, Thana and District Howrah, (West Bengal).
Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 11th day of December, 2018, the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the Seal of the Court, this the 28th day of October, 2018.
Judge MACT
Motor Accident Claims Tribunal
Seal of the Court (Central District), Delhi

সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে কলা উৎসবের উদ্বোধনে মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও বিশিষ্টজনেরা।

উদ্বৃত্ত চাল ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়কে দেবে খাদ্য দফতর

ডিজিটাল কার্ডের ভূলভ্রান্তি দূর করতে খাদ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ সৌগত রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি— গণবন্টন ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একযোগে সোচ্চার হলেন সাংসদ সৌগত রায় এবং খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। কেন্দ্র বঞ্চনা করে রাজ্যকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কেরোসিন থেকে শুরু করে চিনির বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের এই মনোভাবের প্রতিবাদে রেশন ডিলারদের সোচ্চার হবার আহ্বান জানিয়েছেন সৌগতবাবু এবং জ্যোতিপ্রিয়বাবু। খাদ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশের পাশাপাশি বলেন, কেন্দ্রের অসহযোগিতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সস্তায় সাধারণ মানুষকে রেশনের দ্রব্য সামগ্রী বিলির ব্যবস্থা করে যাবে। তিনি রেশন ডিলারদের উদ্দেশে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও অবস্থাতেই যেন রেশনে নিম্মমানের খাদ্য সামগ্রী বিলি না করা হয়।

আগামী নভেম্বর মাস থেকে ধান সংগ্রহ করার কাজ শুরু করছে খাদ্য দফতর। নিজের রাজ্যের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত চাল প্রতিবেশী দুই রাজ্য ঝাড়খণ্ড এবং ছত্রিশগড়কে বিক্রি করা হবে। খাদ্যমন্ত্রীর কথায়, কেষ্টপুরে একটি পরিত্যক্ত গুদাম রয়েছে এবং রেলের লাইনও রয়েছে। রেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনকোটি টাকা খরচ করে উদ্বৃত্ত চাল ভিন রাজ্যে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। প্রতিটি জেলায় একটি করে খাদ্য সরবরাহ দফতরের গুদামঘর তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে মিড ডে মিলের জন্য ৪৪ হাজার মেট্রিকটন চাল কিনবে এফসিআই বলেও জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী।

সোমবার দমদমের রবীন্দ্রভবনে খাদ্যসাথী প্রকল্পের পর্যালোচনামূলক এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রেশন ডিলাররা অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন তৃণমূলের দুই নেতা। এদিন নৈহাটি, হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া থেকে সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় রেশন ডিলারদের। বিভিন্ন পুরসভার জনপ্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু রেশন ডিলারদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি ডিসেম্বর মাসে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে মোদির ছোট ভাই প্রহ্লাদভাই মোদিকে নিয়ে বড়সড় এক সম্মেলনের কথাও জানিয়েছেন। বিশ্বম্ভরবাবু স্পষ্ট বলেন, কোনও রেশনদোকানে যেন নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী না নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে সেগুলি ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায় , রাজ্যে ৯.৬০ কোটি ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও নাম, ঠিকানা ভুল থাকায় কয়েক লক্ষ মানুষ আজও রেশন কার্ড হাতে পাননি। অথচ তাঁদের কার্ড কম্পিউটারে ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। পুনরায় আবেদন করলে তাঁদের আবেদন কম্পিউটার নিচ্ছে না বলেও অভিযোগ বিশ্বম্ভরবাবুর।

খাদ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন,পাঁচহাজার রেশন গ্রহীতাকে নিয়ে একটি করে রেশন দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হবে। খাদ্য দফতরের অধীনে এই ধরনের পঞ্চাশটি রেশন দোকান খোলবার কথা জানিয়েছেন তিনি। খাদ্যমন্ত্রী আরও জানান, রেশনে নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহ রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে খাদ্য দফতর। প্রয়োজনে থার্ড পার্টিকে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করিয়ে তা বিলি করার ব্যবস্থা করা হবে। খারাপ হলে তা ফেরত দেওয়া হবে। প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ সৌগত রায় ডিজিটাল কার্ডের নানা ভু লত্রুটির কথা উল্লেখ করেন । এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে খাদ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

অরিন্দমের কণ্ঠে দশটি শ্যামাসঙ্গীত

নিজস্ব প্রতিনিধি— সোমবার ২৯ অক্টোবর ভাবনা রেকর্ডস অ্যান্ড ক্যাসেটের পক্ষ থেকে গোলপার্কের রামকৃষ্ণমিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার- এর শিবানন্দ হলে এই প্রথম অভিনেতা ও গায়ক অরিন্দম গাঙ্গুলীর কণ্ঠে দশটি শ্যামাসঙ্গীতের একটি সংকলন 'জয় তারা' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল। প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য গুণীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গায়ক শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সরোদবাদক রাজীব চক্রবর্তী, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়তী সিনহা এবং ভাবনার কর্ণধার বিশ্ব রায়।

মাওবাদীদের হাতে নিহত ও নিখোঁজদের পরিবারের আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২৯ অক্টোবর— দাবি আদায়ের জন্য ফের আন্দোলনে নামল মাওবাদীদের হাতে খুন ও নিখোঁজ পরিবারগুলিকে নিয়ে তৈরি হওয়া যৌথ মঞ্চ। সোমবার এই যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে মাওবাদীদের হাতে খুন, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া পরিবারগুলির সদস্যদের নিয়ে ঝাড়গ্রাম শহরে একটি মিছিল ও পথ অবরোধকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে জেলা শাসকের অফিসে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে যাওয়ার সময় পুলিশ আটকানোর চেষ্টা করে। পরে পুলিশের প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে জেলা শাসকের অফিসের দিকে এগিয়ে যায় যৌথ মঞ্চের লোকজনেরা। জেলা শাসকের অফিসে ঢোকার কিছুটা আগে দ্বিতীয় ব্যারিকেডে আটকানোর চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয়। তারপর সেখানেই অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়ে তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়। পরে ওই আন্দোলনকারীদের মধ্য থেকে পাঁচজন অতিরিক্ত জেলা শাসকের সাথে দেখা করেন। উল্লেখ্য, গত জুনমাস থেকে মাওবাদীদের হাতে নিহত ও অপহৃত পরিবারদের এই মঞ্চ ক্ষইতপূরণ সরকারি চাকরি সহ মোট দশ দফা দাবি নিয়ে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করে। ২৬ জুন মঞ্চের কয়েশো সদস্য জেলা শাসকও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিল। মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল দাবি পূরণ না হলে লাগাতার আন্দোলন হবে। এরপর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বেলপাহাড়িতে বিশাল করে শিলদা মোড় অবরোধ হয়। সোমবার মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রথমে মিছিল করে এসে শহরের পাঁচমাথা মোড়ে কয়েকশো মহিলা, পুরুষ পথে বসে পড়ে অবরোধে শামিল হয়। সেখানে শহিদদের ছবিদের মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। একটি পথ সভায় বক্তব্য রাখেন নেতৃত্ব। এখান থেকেই তারা জেলা শাসকের দফতর অভিযানে মিছিল শুরু হয়। উল্লেখ্য, জেলার বিভিন্ন ব্লকে মাওবাদীদের হাতে নিহত, আক্রমণে পঙ্গুর সংখ্যা প্রায় ৪২০ বলে দাবি মঞ্চের। প্রায় ৮০ জনের কাছাকাছি আজও নিখোঁজ। রাজ্যের পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, প্রতিটি পরিবারকে একটি করে সরকারি চাকরি, নিখোঁজদের মৃত বলে ঘোষণা ইত্যাদি। জেলা শাসক আয়েষা রানি বলেন, ঝাড়গ্রাম নতুন জেলা। আগে সবটা পশ্চিমমেদিনীপুরে ছিল। আমরা তথ্য জোগার করে ক্ষতিপূরণ ও চাকরির বিষয়টি দেখছি। এছাড়া নিখোঁজ যারা আছে তাদের ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য আমরা সাহায্য করব।

সোনারপুরে বাজি ব্যবসায়ী গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৯ অক্টোবর– সোমবার দুপুরে তল্লাশি অভিযানে নেমে সোনারপুর থানার পুলিশ সোনারপুরের পূর্ব-মথুরাপুর অঞ্চল থেকে বেআইনি বাজি উদ্ধার করে। বাজি ব্যবসায়ী নীলা মণ্ডল লাইসেন্স ছাড়া বাজি তৈরি করে বিক্রি করায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। বাজি ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে ৩০০টি তুবড়ি, এক হাজার রকেট ছাড়াও চরকি, রংমশাল উদ্ধার হয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলা সূত্রে জানা গেল, বাজি ব্যবসায়ীদের উপর নজর রেখে তল্লাশি চলবে।

বাগরি নিয়ে বৈঠক পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি— দীপাবলির আগেই আলো জ্বলে উঠবে বাগরি বাজারে।

সোমবার পুরভবনে বাগরি বাজার নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, বড়বাজার থানার পদস্থ পুলিশ আধিকারিক, বাগরি বাজার কমিটির প্রতিনিধি ও পদস্থ পুর আধিকারিকরা। ১৬ সেপ্টেম্বর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে বড়বাজারের বাগরি মার্কেটে। তিনদিন পর নিয়ন্ত্রণে আসে এই আগুন। এই ঘটনার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাগরি বাজারের বিল্ডিংটিও। এরপর বিল্ডিংটির পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন রুরকি ও খড়গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞরা।

অগ্নিকাণ্ডের জেরে বাজারের মধ্যে যে ভস্মস্তূপ তৈরি হয়েছে তা সারাবে কলকাতা পুরসভা, এমনটাই জানিয়েছিলেন কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, সোমবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ব্যবসায়ী কমিটির তত্ত্বাবধানে বাগরি বাজারের ভস্ম নামিয়ে আনা হবে একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। পরবর্তীকালে এই ভস্মস্তূপ পরিষ্কার করবে কলকাতা পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। এছাড়াও সিইএসসি- কে অস্থায়ীভাবে বাগরি বাজারে আলোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠকে জানা গেছে এমনটাই।

নাবালিকার বিয়ে রুখল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ অক্টোবর— অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিলে নানা সমস্যা হয়। তাই অল্প বয়সে যাতে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া না হয় তার জন্য রাজ্য সরকার মেয়েদের জন্য কন্যাশ্রী, রূপশ্রী সহ একাধিক প্রকল্প চালু করেছে। সেই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে পড়াশোনা করে স্বনির্ভর হওয়ার পর প্রাপ্তবয়স্ক হলে তবেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারবে। অল্প বয়সে বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ। সরকারের এত সুবিধে ও প্রচারের পরেও অনেকেই নিষেধাজ্ঞাকে মান্যতা না দিয়ে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। এমনই একটি ঘটনা ঘটল পর্যটন কেন্দ্র দিঘায়।

ঘরভর্তি পরিজন। বরও হাজির। বিয়ের আনন্দে মেতে উঠেছেন দুই পক্ষের পরিজনরা। বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাবে এমন সময় ঘটল বিপত্তি। হাজির একদল মানুষ। তবে তারা বরের বা কনে পক্ষের কেউ নয়। তাঁরা হলেন স্থানীয় পুলিশ। তাঁরাই বিয়ে বন্ধ করে দেন। কনে এখন নাবালিকা। বয়স মাত্র ১৭। পুলিশ ও প্রশাসন পরিবারের সাথে কথা বলে বিয়ে বন্ধ করে দেন।

দিঘার পদিমা ১ পঞ্চায়েতের মন্ডলের বাসিন্দা ১৭ বছরের অন্নপূর্ণা দলাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল রবিবার রাতে। মেয়ে দেখতে ভালো, তাই বাবার কাছে প্রস্তাব আসছিল বার বার। ওই নাবালিকা দিঘা দেবেন্দ্রলাল শিক্ষাসদনের ছাত্রী। রবিবার সন্ধেয় রামনগর ১ ব্লকের বিডিও আশিস রায় নিজেই রাতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান নাবালিকার বাড়িতে। নাবালিকার বাবার কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয় ১৮ বছর না হলে বিয়েতে বসানো যাবে না। তার লেখাপড়ার জন্য সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা যেমন কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, শিক্ষাশ্রী পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন বিডিও।

কোথায় তৈরি হবে স্কাইওয়াক? কালীঘাট এলাকা পরিদর্শনে পুর ইঞ্জিনিয়াররা

নিজস্ব প্রতিনিধি— দক্ষিণেশ্বরের পর এবার স্কাইওয়াক তৈরি করা হবে কালীঘাটে, কিছুদিন আগে এমনটাই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্পবাস্তবায়নের জন্য তড়িঘড়ি উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরসভা। সোমবার কালীঘাট এলাকা পরিদর্শন করেন পুর - ইঞ্জিনিয়াররা। মূলত কোন রাস্তার ওপর স্কাইওয়াক তৈরি করা যায়, প্রাথমিকভাবে তা খতিয়ে দেখা হয় এদিন, জানা গেছে এমনটাই।

৫ নভেম্বর দক্ষিণেশ্বর স্কাই ওয়াকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬৫ কোটি টাকার এই প্রকল্পের দরুন এলাকার যানজট নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে বলেই মনে করছে প্রশাসন।

দক্ষিণেশ্বরের পর কালীঘাটে স্কাই ওয়াক তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এই প্রকল্পের রূপরেখা তৈরির জন্য পুরভবনে কমিশনার খলিল আহমেদের তত্ত্বাবধানে বৈঠকও হয়।

সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর মঞ্জুশ্রী মজুমদার জানান, সোমবার পুর-ইঞ্জিনিয়াররা কালীঘাট এলাকা পরিদর্শন করেন।

প্রাথমিকভাবে কালীঘাট টেম্পল রোড, কালীঘাট রোড ও চেতলা রাখালদাস অডি রোড এই তিনটি রাস্তার ওপর স্কাই ওয়াক তৈরি করা যায় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন পুর আধিকারিকরা।

কিন্তু পুনর্বাসন দেওয়ার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানান এক পুরআধিকারিক। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পটি একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

বিজেপির পাল্টা রথযাত্রা করবে ফরওয়ার্ড ব্লক

নিজস্ব প্রতিনিধি— বিজেপির পাল্টা রথযাত্রা বের করবে ফরওয়ার্ড ব্লক। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি রাজ্যে রথযাত্রা বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপিকে ঠেকাতে ফরওয়ার্ড ব্লকও কোচবিহার, আসানসোল এবং পুরুলিয়াতে নেতাজি সম্প্রীতি রথযাত্রা বের করবে। আগামী ডিসেম্বর মাসে পার্টি কংগ্রেসে এবিষয়ে চূড়ান্ত কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লক রাজ্য নেতৃত্ব।

সোমবার রথযাত্রার সিদ্ধান্তের কথা জানানোর পাশাপাশি সিপিএমের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হতে দেখা যায় ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, বিভিন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার কথা বলা হলেও কংগ্রেসের ভোট বামপন্থীদের দিকে পড়ছে না। তাঁর কথায়,একসময় কংগ্রেসকে ঠেকাতে সিপিএম আদবানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল । এখন আবার বিজেপিকে ঠেকাতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে তৎপর হয়ে উঠেছে তারা। বামফ্রন্টের বড় শরিকের এই দ্বিচারিতা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন নরেনবাবু।

ফরওয়ার্ড ব্লক জানিয়েছে, বিভিন্ন ইস্যুতে তারা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাবে। সেক্ষেত্রে সিপিএম তাদের পাশে না থাকলেও তারা এককভাবেই দুই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি রাখবে। ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে এই আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

লরির সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া, ২৯ অক্টোবর— লরির সঙ্গে প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল গাড়ির চালক সহ আরও দুই আরোহীর। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়া মফসসল থানার লিপানিয়ার কাছে ৫নং রাজ্য সড়কে। জানা গিয়েছে, একটি সাদা হুন্ডাই গাড়ির সঙ্গে সিমেন্ট বোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। শব্দ শুনে স্থানীয় মানুষজন এসে উদ্ধারের কাজ শুরু করে। গাড়িটির সামনের অংশটি একেবারে চেপ্টে ঢুকে যায়। তার মধ্য থেকে বহু কষ্ট করে উদ্ধার করতে হয় আরোহীদের। গাড়ির মধ্যেই মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয় তিনজন। আরও দুই গুরুতর আহত যাত্রীকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তাদের জামশেদপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃত ও আহতরা সকলেই আসানসোলের বাসিন্দা। মৃতদের মধ্যে চিরঞ্জিত কুণ্ডুর (৩০) বাড়ি আসানসোলের গড়মণ্ডির পদ্মতলা ফটিক পাড়ায়। গাড়ির চালক সুজিত মণ্ডল (৩২) ও আরোহী তপন ভট্টচার্যের (৪৫) বাড়ি আসানসোলের ১৮নং ওয়ার্ডের মহিশিলা কলোনির শান ভিউ পার্ক এলাকায়। দুই আহতের একই নাম সুজয় দাস। তাঁদের একজনের বাড়ি মাস্টারপাড়া হটন রোডে, আরেকজনের আসানসোলের নামোপাড়ার সীতানাথ মন্দির এলাকায়। খবর পেয়েই পুরুলিয়া ছুটে আসেন মৃত ও আহতদের আত্মীয়রা। মৃত তপনবাবুর ভাই দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, চালক বাদ দিয়ে গাড়ির বাকি আরোহীরা সবাই একটি ওষুধের দোকানে কাজ করতেন। সেই সূত্র ধরেই পুরুলিয়া শহরে এক পরিচিতের বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। রবিবার রাতে বিয়েবাড়িতে কাটিয়ে সোমবার ভোর নাগাদ আসানসোলের উদ্দেশে রওনা হন তাঁরা। এরপরই ঘটে যায় এতবড় দুর্ঘটনা।

জঙ্গল মহলে বাঁদনাপরবের প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৯ অক্টোবর— লক্ষ্মীপুজো শেষ হওয়ার পর যেমন কালীপুজো ও দীপাবলির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, তেমনই জেলার জঙ্গল মহল জুড়ে বাঁদনা পরবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। গুড়গুড়িপাল, শালবনি, গোয়ালতোড়, গড়বেতা থানার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে জোর কদমে চলছে বাঁদনা পরবের প্রস্তুতি। বিভিন্ন রঙের মাটি দিয়ে বাড়িতে প্রলেপ দেওয়ার কাজ যেমন চলছে, তেমনই সাজিয়ে তোলার কাজে ব্যস্ত মহিলারা। কালীপুজোর দিন থেকে জঙ্গল মহলের মানুষ মেতে ওঠবে বাঁদনা পরবে, ধামসা-মাদলের আওয়াজ শোনা যাবে জঙ্গল মহলের প্রতিটি এলাকায়। আদিবাসী ও কুড়মি বাঁদনা পরবে মেতে ওঠে। প্রতিটি পরিবারের গোয়ালঘোর কে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়। বাড়ির গরু, বাছুর ও মহিষকে তেল, হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে মালা পরিয়ে পুজো করা হয়। সেই সঙ্গে তাদের যত্ন করে পিঠে খাওয়ানো হয়। এছাড়াও গান করে গরুগুলিকে জাগিয়ে রাখা হয়। বাঁদনাপরব উপলক্ষে গরু খুটান উৎসব পালিত হয় জঙ্গল মহলের প্রতিটি এলাকায়, উৎসবে যাঁর গরু জয়লাভ করবে তাঁকে গ্রামে বিশেষ সম্মান জানানো হয় রীতি অনুযায়ী।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
(CIN : L45201WB1996PLC077451)
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com ইমেল : info@dynamicarchistructures.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষত আর্থিক ফলাফল

(কোটি টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস/চলতি বর্ষ সমাপ্ত	সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অর্থাঙ্ক/ পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত	পূর্ব বর্ষের অনুরূপ সমাপ্ত তিন মাস
		৩০.০৯.১৮	৩০.০৯.১৮	৩০.০৯.১৭
১.	মোট আয় কারবার থেকে	০.৩৫	০.৯৩	০.০৯
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব #)	০.৪২	০.৮৯	০.০০
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.৪২	০.৮৯	০.০০
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.৪২	০.৮৯	০.০০
৫.	মোট সামগ্রিক আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	০.৪২	০.৮৯	০.০০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্ষের ব্যালেন্সসিট অনুযায়ী	১৪.৭০	১৪.৭০	১৪.০১
৮.	আয় শেয়ার পিছু (প্রতিটি ১০ টাকা) (চালু এবং বন্ধের সময়ের জন্য)			
	ক মূল	০.৮৪	১.৭৮	-
	খ মিশ্র	০.৮৪	১.৭৮	-

দ্রষ্টব্য :
ক. উল্লিখিত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com থেকে পাওয়া যাবে।
খ. #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা সমন্বিত হয়েছে লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে এএস রুল অনুযায়ী।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
স্বা/-
দানমল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00581351
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯.১০.২০১৮